গাভীঃ

উন্নত জাতের গাভীর নাম: ১. হলষ্টেইন ফ্রিজিয়ান ২.জার্সি, ৩. শাহীওয়াল, ৪. সিন্ধি, ৫. ব্রাহমা, ৬. থারপারকার।

গাভীর সুষম খাদ্যঃ

গাভীকে দৈনিক প্রয়োজনীয় অনুপাতে খড়, কাঁচা ঘাস ও দানাদার খাদ্যের মিশ্রন সরবরাহ করতে হবে।

৩০০ কেজি ওজনের একটি গাভীকে দৈনিক-

১. উচ্চমান সম্পন্ন কাঁচা (সবুজ) ঘাস ঃ ১০-১৫ কেজি।
২. খড় ঃ ৩-৪ কেজি।
৩. ১৮%-২০% প্রোটিন সমৃদ্ধ দানাদার খাদ্যের মিশ্রন ২-৩ কেজি সরবরাহ করতে হবে ।

দানাদার খাদ্যের আদর্শ নমূনা নিম্নরুপঃ

উপাদান	১ নং নমুনা	২ নং নমুনা	৩ নং নমুনা
গমের ভূষি	৩০ কেজি	৪০ কেজি	২০ কেজি
চালের কুঁড়া	১০ কেজি	১৫ কেজি	২০ কেজি
খেসারী ভূষি	২৬ কেজি	২০ কেজি	২০ কেজি
ভাঙ্গা ছোলা	১০ কেজি	১০ কেজি	১৬ কেজি
খৈল	২০ কেজি	১৬ কেজি	২০ কেজি
ঝিনুকের পাউডার/হড়ের গুড়া	০৩ কেজি	০৩ কেজি	০৩ কেজি
লবণ (অতিরিক্ত)	০১ কেজি	০১ কেজি	০১ কেজি
DB ভিটামিন	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম

নিয়মঃ

১. ১০০ কেজি ওজনের গাভীকে প্রতিদিন মিশ্রণের ৩ কেজি দানাদার খাদ্য দিতে হবে।
২. গাভী গর্ভবতী হলে ৫ম মাস থেকে বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত ১.৫ কেজি অতিরিক্ত দানাদার খাদ্য দিতে হবে।
৩. দুধালো হলে প্রতি ২.৫ লিটার দুধের জন্য ১ কেজি দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে ।

বাছুরের দৈনন্দিন রেশন

বাছুরের খাদ্য ও পুষ্টিঃ

জন্মের পর প্রথম কয়েক মাস পর্যন্ত বাছুরের দৈহিক বৃদ্ধি অতি দ্রুত হয়। তাই জন্মের পর প্রথম তিন মাস বাছুরের প্রয়োজনীয় পুষ্টি অতি গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় পুষ্টির অভাব হলে বাছুরের দৈহিক বৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, যৌবন প্রাপ্তি দীর্ঘায়িত হয় অর্থাৎ গর্ভধারণ ক্ষমতা বিলম্বিত হয় বলে খামারীর ক্ষতির কারণ হয়।

দুধঃ

সাধারণত একটি বাছুরকে তার শরীরের ওজনের ১০% ভাগ দুধ খাওয়াতে হয়। খেয়াল রাখতে হবে জন্মের পর প্রথম ৫-৭ দিন বাছুরকে যেন অবশ্যই শালদুধ খাওয়ানো হয়। দুধ খাওয়ানোর তালিকা নিম্ন দেওয়া হলোঃ

বয়স	দুধের পরিমাণ
১ম সপ্তাহ	২ লিটার
২য় সপ্তাহ	৩ লিটার
৩য়-১২ সপ্তাহ	৪ লিটার
১৩-১৬ সপ্তাহ	৩ লিটার
১৭-২০ সপ্তাহ	২ লিটার
দুধ ছাড়া পর্যন্ত	১ লিটার

বাছুরের জন্য দানাদার খাদ্যঃ

খাদ্য উপাদান	পরিমাণ	
	নমুনা-১	নমুনা-২
গমের ভূষি	৩.৫ কেজি	৬.৫ কেজি
খেসারী ভাঙ্গা	১.৫ কেজি	২.৫ কেজি
ছোলা ভাঙ্গা	১ কেজি	-
গম/ভূট্টা ভাঙ্গা	২.৫ কেজি	-
তিলের খৈল	১ কেজি	৫০০ গ্রাম
খনিজ মিশ্রণ	৪০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম
লবণ	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম
সর্বমোট	১০ কেজি	১০ কেজি

বাছুরের জন্য আঁশ জাতীয় খাদ্যঃ

বয়স	কাঁচা ঘাস	হড়
৬-৯ মাস	৪-৫ কেজি	১-২ কেজি
৯-১২ মাস	৫-৬ কেজি	২-৩ কেজি
১৩ মাস-গর্ভধারণ পর্যন্ত	৬-৮ কেজি	৩-৪ কেজি

ছাগলঃ

বাড়ন্ত ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের ৩-১২ মাস সময় কালকে মূল বাড়ন্ত সময় বলা হয়। এই সময়ে যেসব ছাগল প্রজনন বা মাংস উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হবে তাদের খাদ্য পুষ্টি চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।

ছাগলের ওজন (কেজি)	দানাদার খাদ্য দৈনিক সরবরাহ (গ্রাম)	ঘাস সরবরাহ/চরানো (কেজি)
৪	১০০	০.৪
৬	১৫০	০.৬
৮	২০০	০.৮
১০	২৫০	১.৫
১২	৩০০	২.০
১৪	৩৫০	২.৫
১৬	৩৫০	৩.০
১৮	৩৫০	৩.৫

প্রজননক্ষম পাঁঠার খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

পাঁঠার খাদ্য ব্যবস্থাপনা বাড়ন্ত ছাগলের মতই। একটি পাঁঠা ১০ মাস থেকে ৩ বছর পর্যন্ত প্রজননক্ষম থাকে । কোনভাবেই পাঁঠাতে বেশি চর্বি জমতে দেয়া উচিত নয় । ২৮-৩০ কেজি ওজনের পাঁঠার জন্য দৈনিক ৪০০ গ্রাম পরিমাণ দানাদার খাবার দেয়া প্রয়োজন। তবে প্রজননে সহায়তার জন্য প্রতিটি পাঁঠাকে দৈনিক ১০ গ্রাম ভিজানো ছোলা দেয়া প্রয়োজন।

দুগ্ধবতী ও গর্ভবতী ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

দুগ্ধবতী ছাগল তার ওজনের ৫-৬ শতাংশ হারে শুষ্ক পদার্থ খেয়ে থাকে। একটি তিন বছর বয়স্ক ২য় বার বাচ্চা দেয়া ছাগীর গড় ওজন ৩০ কেজি হারে দৈনিক ১.৫-১.৮ কেজি শুষ্ক পদার্থ খেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ১-১.৫ কেজি পরিমাণ শুষ্ক পদার্থ ঘাস থেকে (৩-৫ কেজি কাঁচা ঘাস) বাকি ০.৫-০.৮ কেজি শুষ্ক পদার্থ দানাদার খাদ্য থেকে দেয়া উচিত। যেহেতু ছাগী বাচ্চা দেয়ার ১.৫-২.০ মাসের মধ্যে গর্ভবতী হয় সেজন্য প্রায় একই পরিমাণের খাবার গর্ভাবস্থায়ও ছাগলকে দিতে হবে।

ছাগলের দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ (%)

উপাদানের নাম	শতকরা (%)
গম/ভূট্টা ভাঙ্গা/চাল	১২.০০
গমের ভূষি/আটা কুড়া	৪৭.০০
খেসারী/মাসকালাই/অন্য ডালের ভূষি	১৬.০০
সয়াবিন খৈল	২০.০০
শুটকি মাছের গুড়া	১.৫০
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	২.০০
লবণ	১.০০
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫০
মোট	১০০.০০

ছাগলের জন্য ঘাসঃ

ঘাস সরবরাহের জন্য নেপিয়ার, পারা, জার্মান ইত্যাদির চাষ করা যেতে পারে। মাঠের চারপার্শ্বে ইপিল ইপিল গাছ লাগানো যেতে পারে। তাছাড়া বর্ষাকালে চারণ ভূমিতে ঘাসের সাথে মাসকালাই ছিটিয়ে দিলেও ঘাসের খাদ্যমান অনেক বেড়ে যায়। শীতকালে অনেক সময় পর্যাপ্ত ঘাস পাওয়া যায় না। এজন্য এ সময়ে ছাগলকে ইউএমএস (ইউরিয়া ৩%, মোলাসেস ১৫%, খড় ৮২%)- এর সাথে এ্যালজির পানি খাওয়ানো যেতে পারে।

ভেড়া

খাদ্য ও পুষ্টি :

১. ভেড়া চরে খেতে পছন্দ করে ।
২. ভেড়া ছাগলের মত লতা ও গুল্মজাতীয় গাছের পাতাও খায়।
৩. ভেড়া সহজে নতুন খাদ্যে অভ্যস্ত হয়।
৪. ভেড়া ঘাস, লতা-পাতা, শুকনো বা সংরক্ষিত ঘাস, দানাদার খাদ্য ইত্যাদি খেয়ে থাকে।
৫. খাদ্যের অভাব দেখা দিলে ভেড়া খড়, নাড়া খেয়ে থাকতে পারে।

উয়স ও ওজন ভেদে ভেড়ার বাচ্চার (০-৪ মাস) প্রয়োজনীয় খাদ্য

বয়স (সপ্তাহ)	ওজন (কেজি)	দৈনিক খাদ্য সরবরাহ (গ্রাম)		
		মায়ের দুধ(সাকলিং/বিকল্প দুধ)	দানাদার খাদ্য	কচি ঘাস/লতাপাতা
০	১.৫	২৯০	--	--
১	২.০	৩৬০	--	--
২	২.৪	৪১০	১০	সামান্য পরিমাণ
৩	২.৮	৪৬০	১০	সামান্য পরিমাণ
৪	৩.১	৫০০	১৫	সামান্য পরিমাণ
৫	৩.৬	৫৬০	২০	১০০
৬	৪.০	৬০০	২৫	১৫০
৭	৪.৪	৬০০	৩০	১৫০
৮	৪.৭	৬০০	৩০	১৫০

টিকা প্রদানঃ

টিকার নাম	প্রাণির নাম	টিকা প্রয়োগে মাত্রা ও সময়	সরবরাহ	কার্যকাল
তড়কা টিকা ()	গরু, মহিষ, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল	২ বৎসর বা তদূর্ধ বয়সের গরু, মহিষ, ঘোড়াকে ১ মিলি এবং ভেড়া, ছাগলকে ০.৫ মিলি চামড়ার নিচে প্রয়োগ করতে হয়।	১০০ মিলি	১ বছর
ক্ষুরা রোগ টিকা(বাই-ভ্যালেন্ট টিকা)	গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া,	৬ মাস বয়সের গরু, মহিষকে, ৬ মিলি এবং ভেড়া, ছাগলকে ২ মিলি চামড়ার নিচে প্রয়োগ করতে হয়।	৯৬ মিলি	৪ মাস
ক্ষুরা রোগ টিকা(ট্রাই- ভ্যালেন্ট টিকা)	গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া,	৩ মাস বয়সের গরু, মহিষকে, ৬ মিলি এবং ৩ মাস বয়সের ভেড়া, ছাগলকে ২ মিলি চামড়ার নিচে প্রয়োগ করতে হয়।	৯৬ মিলি	৪ মাস
বাদলা টিকা ()	গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া,	৩ মাস বয়স থেকে ৩ বছর বয়সী গরু, মহিষকে, ৫ মিলি এবং ভেড়া, ছাগলকে ২ মিলি চামড়ার নিচে প্রয়োগ। ৪ মাস পর পূণঃ প্রয়োগ করলে পরবর্তীতে বছরে ১ বার প্রয়োগ করতে হয়।	১০০ মিলি	৬ মাস
গলাফুলা টিকা ()	গরু, মহিষ	৬ মাস বা তদূর্ধ বয়সের গরু/মহিষকে ২ মিলি এবং ৩ মাস ছাগল/ভেড়াকে ১ মিলি বছরে ১ বার চামড়ার নীচে প্রয়োগ করতে হয়।	১০০ মিলি	১ বছর

প্রতিটি টিকা প্রদানের মাঝে কমপক্ষে ২১ দিন অবশ্যই বিরতি দিতে হবে।

হৃষ্টপুষ্টকরণে করণীয়:

১. দেড় থেকে দুই বছরের সুস্থ ষাড় গরু ক্রয় করতে হবে।
২. হৃষ্টপুষ্টকরণ কার্যক্রমের পূর্বে কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে এবং ক্ষুরা, তড়কা, বাদলা ও গলাফুলা রোগের টিকা দিতে হবে।
৩. সুষম খাবারের পাশাপাশি ইউরিয়া ও মোলাসেস দিয়ে প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়াতে হবে।
৪. হৃষ্টপুষ্টকরণে কোন হরমোন ও স্টেরয়েড ব্যবহার করা যাবে না।

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে গবাদিপশু কৃমি মুক্তকরণঃ

১. গোলকৃমির জন্য Tab.Albendazole ৬০০ মি. গ্রাম। প্রতি ৮০ কেজি ওজনের জন্য ১টি ট্যাবলেট কলা পাতায় মুড়ে অথবা পাকা কলার ভিতর ভরে খাওয়াতে হবে।

২. কলিজা কৃমির জন্য Tab.Triclabendazole ৯০০মি. গ্রাম। প্রতি ৭৫ কেজি ওজনের জন্য ১টি ট্যাবলেট পানির সাথে মিশিয়ে অথবা কলা পাতায় মুড়ে অথবা ভাতের মাড়ের সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

কৃমির ঔষধ খাওয়ানের পর ৩-৪ ঘন্টা পর্যন্ত গরুকে রোদে নেওয়া যাবে না। গোলকৃমির চিকিৎসার ১৫-২০ দিন পর কলিজা কৃমির চিকিৎসা করাতে হবে। প্রতিবার কৃমির ঔষধ খাওয়ানের পর পরই ডিবি ভিটামিন খাওয়াতে হবে।

টিকা প্রদানঃ

FMD বা ক্ষুরা রোগ, তড়কা, বাদলা ও গলাফুলা রোগের টিকা নিকটস্থ প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে প্রদান করতে হবে।

বাসস্থানঃ

১. অপেক্ষাকৃত উঁচু ও পরিষ্কার জায়গা গরুর বাসস্থান হিসেবে উত্তম।
২. বৃষ্টির পানি এবং মূত্র যাতে গড়িয়ে চলে যায় সেজন্য বাসস্থান ঢালু হলে উত্তম।
৩. পানি শোষন করার জন্য খামারের মাটি বেলে বা দো-আঁশ হতে পারে।
৪. প্রতিটি গরুর জন্য ২০ বর্গফুট অর্থাৎ ৫ ফুট x ৪ ফুট জায়গার প্রয়োজন। ঘরের মেঝেটি পাকা ও ইট বিছানো হতে হবে। ঘরের ভিতর গরুগুলি খোলা বা ছাড়া অবস্থায় রাখা যেতে পারে।
৫. সেডের উচ্চতা ১০ ফুট হবে। ঘরের দেয়াল ৩ ফুট পাকা বা বেড়ার হলে ভার হয়।
৬. ঘরটি খোলামেলা হবে। প্রচুর আলো বাতাস চলাচর করতে পারবে এবং ঘরটি আলোকিত থাকবে।
৭. ঘরের পাশে ড্রেন থাকবে অর্থাৎ পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভাল ও সুষ্ঠু হতে হবে।

ইউরিয়া মোলাসেস ষ্ট্র (ইউ.এম.এস) : ইউরিয়া, মোলাসেস ও খড় এর মিশ্রণকে সংক্ষেপে ইউ.এম.এস বলে। এই মিশ্রণটি শুকনা খড়ের পরিবর্তে প্রতিদিন গবাদিপশুকে খাওয়ানো যায়। মিশ্রণটিতে খড়, মোলাসেস ও ইউরিয়া অনুপাত যথাক্রমে ৮২ ঃ ১৫ ঃ ৩ ।

প্রস্তুত পদ্ধতিঃ প্রথমে খড়, ইউরিয়া, মোলাসেস ও পানি সঠিক পরিমাণে মেপে নিতে হবে। মেপে নেয়া খড়গুলোকে ৩.০"-৪.০" করে কেটে নিতে হবে । মেপে নেয়া ইউরিয়া, মোলাসেস পানিতে মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করতে হবে। কেটে নেয়া শুকনা খড়গুলোকে পরিষ্কার পাকা মেঝেতে বা পলিথিনের উপর বিছাতে হবে। এবার পানি, ইউরিয়া, মোলাসেস দ্রবণ দিয়ে খড়গুলোকে ভালবাবে মিশালেই ইউ.এম.এস তৈরি হবে।

সাবধানতাঃ উপকরণগুলোর পরিমাণ কখনও কম বা বেশি করা যাবে না। একবার প্রস্তুত করার পর তা তিন দিনের বেশি রাখা যাবে না।

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে ব্যবহারযোগ্য কিছু দানাদার মিশ্রণ:

খাদ্য উপাদান	নমুনা-১	নমুনা-২	নমুনা-৩
গমের ভুষি	২৮০ গ্রাম	২৯০ গ্রাম	২৮০ গ্রাম
চালের কুঁড়া	২৫০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম
তিলের খৈল	২০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	২২০ গ্রাম
চালের খুদ	--	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম
কলাই/ছোলা (খেসারী/মাটি/ছোলা/মটর কলাই)	২০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম
হাঁড়ের গুড়া/ডিসিপি	২০ গ্রাম	২০ গ্রাম	২০ গ্রাম
লবণ	৫০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	৩০ গ্রাম

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য গবাদিপশুকে নিম্নলিখিত দৈহিক ওজন হিসাবে খাদ্য খাওয়ানো উচিত।

খাদ্যের নাম	১০০ কেজির কম	১০০-১৫০ কেজি	১৫০-২০০ কেজি
ইউ এম এস অথবা শুধু খড়+ইউ এম বি	২ কেজি	৩ কেজি	৪ কেজি
সবুজ ঘাস	৪-৫ কেজি	৭-৮ কেজি	৮-১০ কেজি
দানাদার খাদ্য	২.৫-৩ কেজি	৩-৩.৫ কেজি	৪-৪.৫ কেজি

ইউরিয়া মোলাসেস ষ্ট্র

ইউরিয়া মোলাসেস ষ্ট্র (ইউ.এম.এস) : ইউরিয়া, মোলাসেস ও খড় এর মিশ্রণকে সংক্ষেপে ইউ.এম.এস বলে। এই মিশ্রণটি শুকনা খড়ের পরিবর্তে প্রতিদিন গবাদিপশুকে খাওয়ানো যায়। মিশ্রণটিতে খড়, মোলাসেস ও ইউরিয়া অনুপাত যথাক্রমে ৮২ ঃ ১৫ ঃ ৩ ।

প্রস্তুত পদ্ধতিঃ প্রথমে খড়, ইউরিয়া, মোলাসেস ও পানি সঠিক পরিমাণে মেপে নিতে হবে। মেপে নেয়া খড়গুলোকে ৩.০"-৪.০" করে কেটে নিতে হবে । মেপে নেয়া ইউরিয়া, মোলাসেস পানিতে মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করতে হবে। কেটে নেয়া শুকনা খড়গুলোকে পরিষ্কার পাকা মেঝেতে বা পলিথিনের উপর বিছাতে হবে। এবার পানি, ইউরিয়া, মোলাসেস দ্রবণ দিয়ে খড়গুলোকে ভালবাবে মিশালেই ইউ.এম.এস তৈরি হবে।

সাবধানতাঃ উপকরণগুলোর পরিমাণ কখনও কম বা বেশি করা যাবে না। একবার প্রস্তুত করার পর তা তিন দিনের বেশি রাখা যাবে না।

গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন

সাধারণত ষাঁড়ের বীজ সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট কয়েকটি পদ্ধতির মাধ্যমে গাভীর প্রজনন অঙ্গে স্থাপন করাকে কৃত্রিম প্রজনন বলে।

কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য উন্নত ষাঁড়ের শুক্রানু ব্যবহার ও সুস্থ গাভীর প্রজনন অঙ্গে স্থাপন করতে পারলে বছরে বাচ্চা উৎপাদন দুলক্ষেরও বেশি পাওয়া সম্ভব।

১. গাভী ডাকে আসার ১২ থেকে ১৮ ঘন্টার মধ্যে গাভীকে কৃত্রিম প্রজনন করাতে হবে।
২. একটি ষাঁড়ের বীজ থেকে প্রতি বছর ৬০ থেকে ৮০ টি গাভীর প্রজনন করা সম্ভব।
৩. কিন্তু কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ৫,০০০ থেকে ১০,০০০ গাভী প্রজনন করানো যায়।
৪. স্বাভাবিকভাবে একটি ষাঁড়ের সর্বমোট ৭০০ থেকে ৯০০টি বাছুর প্রসবে ভূমিকা রাখতে পারে।
৫. কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে অনেকাংশে সংক্রামক ব্যাধি রোধ করা যায় এবং গাভী ষাঁড়ের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয় না।
৬. আমাদের দেশে ষাঁড়ের বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহন বা সংস্থাপনে অজ্ঞতার কারণে অনেক সময় গাভীর উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায়।
৭. বর্তমানে গ্রামঞ্চলে ষাঁড়ের অভাব থাকায় কৃত্রিম প্রজনন জরুরি হয়ে পড়েছে।

৮. কিন্তু কৃত্রিম প্রজননে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পদ্ধতিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অসাবধানতা ও অনভিজ্ঞতার কারণে নানা সমস্যার মন্মুখিন হতে হয়।

৯. রোগক্রান্ত ষাঁড়ের বীজ গাভীর প্রজনন অঙ্গে স্থাপন করা হলে পরবর্তীতে দেখা যায় নানাবিধ সমস্যা। যার প্রভাব পরবর্তী বংশবিস্তারের উপর বর্তায়। এ ছাড়া অনেক গাভী বার বার গরম হয়ে থাকে।

১০. প্রথমবার বীজ স্থাপনের পর অন্তত ৬ ঘন্টা পর দ্বিতীয়বার বীজ স্থাপন করলে সুফল পাওয়া যায়।

মুরগি

বিভিন্ন জাতের খাদ্য:

১. শর্করা জাতীয় খাদ্য (ভূট্টা, গম, কাওন, রাইস পলিস, গমের ভূষি ইত্যাদি)
২. আমিষ জাতীয় খাদ্য (সয়াবিন মিল, তিলখৈল, শুটকিমাছ, ফিসমিল ইত্যাদি)
৩. চর্বি জাতীয় খাদ্য (ভেজিটেবল ফ্যাট, হাঁস-মুরগির তৈল, ভেজিটেবল অয়েল, সার্ক লিভার ওয়েল ইত্যাদি)
৪. ভিটামিন জাতীয় খাদ্য (কৃত্রিম ভিটামিন)
৫. খনিজ জাতীয় খাদ্য (ঝিনুক, ক্যালসিয়াম ফসফেট, রকসল্ট, লবণ ইত্যাদি)
৬. পানি ।

প্রয়োজনীয় এমাইনো এসিড যেমন:

১. আর্জিনাইন
২. লাইসিন
৩. সিসটিন
৪. মিথিওনাইন
৫. ট্রিপটোফেন
৬. হিসডাডিন
৭. আইসো লিওসিন
৮. ভ্যালিন
৯. থ্রিওনাইন
১০. ফিনাই-এলা-নাইন।

খাদ্যের আমিষ	বাচ্চার খাদ্য	৩ ধাপে বাড়ন্ত বাচ্চা ও পুলেটের খাদ্য			৩ ধাপে লেয়ার খাদ্য		
এমাইনো এসিডের নাম	০-৬ সপ্তাহ পর্যন্ত	৭-১২ সপ্তাহ	১৩-১৬ সপ্তাহ	১৭-২০ সপ্তাহ	২১-৪০ সপ্তাহ	৪১-৬০ সপ্তাহ	৬১ সপ্তহের উর্দ্ধে
আমিষ (শতকরা)	১৮-২০	১৭-১৮	১৬-১৭	১৫-১৬	১৮-১৯	১৬-১৭	১৫-১৬
দৈনিক আমিষ গ্রহণ (গ্রাম)	২.০-৭.০	৮.০-৯.০	৯.৫০-১১.০	১১-১২	১৬-১৮	১৭-১৯	১৭-১৮
আর্জিনাইন (শতকরা)	১.১৫	০.৮-১.০	০.৬৭-০.৮৫	০.৬-০.৮৫	০.৬৮-১.১৫	০.৬৮-১.১৫	০.৬৮-১.১৫
লাইসিন (শতকরা)	০.৮৫	০.৬০-০.৯০	০.৫০-০.৭০	০.৪৫-০.৭২	০.৬৪-০.৮০	০.৬৪-০.৮০	০.৬৪-০.৮০
সিসটিন (শতকরা)	০.৮০	০.৫০-০.৭০	০.৪৫-০.৬০	০.৪০-০.৬০	০.৩৫-০.৮০	০.৩৫-০.৯৬	০.৩৫-০.৯

মিথিওনাইন (শতকরা)	০.৪৫	০.২৫-০.৪০	০.২২-০.৩০	০.২০-০.৩৫	০.৩২-০.৫০	০.৩২-০.৫০	০.৩২-৫০
ট্রিপটোফেন (শতকরা)	০.২০	০.১৪-০.১৮	০.১৩-০.১৫	০.১১-০.১৫	০.১৪-০.২১	০.১৪-০.২১	০.১৪-০.২০

পালতে হলে , জানতে হবে

জাতীয় প্রজনন নীতিমালা (২০০৭) অনুসরণে গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজনন নির্দেশিকা ২০১৯

নির্দেশনা	বকনা/গাভী	খামারীর অবস্থা	প্রাপ্য বীজ
	দেশী	দরিদ্র/মধ্যবিত্ত	দেশী (RCC,Pabna) মুসিগঞ্জ, উন্নত দেশী
	দেশী	স্বচ্ছল, খামার-মানসিক	১০০%হলিষ্টিন ফ্রিজিয়ান
	শাহীওয়াল-দেশী	মধ্যবিত্ত, স্বচ্ছলও খামার-মানসিক	১০০% শাহীওয়াল, ৫০% শাহীওয়াল-৫০% দেশী
	৫০% হলিষ্টিন- ফ্রিজিয়ান-৫০% দেশী	মধ্যবিত্ত, স্বচ্ছলও খামার-মানসিক	৫০% হলিষ্টিন- ফ্রিজিয়ান-৫০% দেশী
সকল ক্ষেত্রে যে কোন গাভী/বকনাকে ঘনিষ্ঠ সর্ম্পকযুক্ত (নিকট আত্নীয়) ষাড়ের বীজ দ্বারা প্রজনন পরিহার বাঞ্ছনীয়			

বাছুরের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

- জন্মের পর পরই বাছুরকে মায়ের শাল দুধ খাওয়াতে হবে, অর্থাৎ বাছুর জন্মনোর আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার মধ্যে শাল দুধ খাওয়ানো শুরু করতে হবে।
- বাছুরকে দৈনিক শাল দুধ খাওয়ানোর নিয়ম হলো, বাছুরের ওজন ১০ কেজি হলে ১ কেজি শাল দুধ, বাছুরের ওজন ২০-২৫ হলে১.২-১.৫ কেজি শাল দুধ খাওয়াতে হবে।
- বাচ্চাকে গাভী থেকে দুধ চুষে খেতে দিতে হবে, এতে গাভী বেশী দুধ দিবে এবং গাভী দেরিতে দুধ দেওয়া বন্ধ করবে।
- সাধারণত বাছুরকে দুই বেলা দুধ খেতে দিতে হবে এবং নিয়মিত একই সময়ে দুধ খাওয়াতে হবে।
- বাছুরকে দুই সপ্তাহ পর অল্প পরিমান কচিঘাস ও দানাদার খাদ্য খাওয়ানো প্রয়োজন, তা করা না হলে বাছুরের হজম ক্ষমতা কমে যাবে এবং পাকস্থলির পরিপক্কতা দেরীতে আসবে।

বয়স	দুধ	দানাদার ও ঘাস সরবরাহ
৭ দিন (১ম সপ্তাহ)	২ লিটার	দানাদার, খড়, ঘাসের প্রয়োজন নেই।

২য় সপ্তাহ	৩ লিটার	দানাদার খাদ্য অর্থাৎ কাফ স্টার্টার (২০% আমিষ সমৃদ্ধ) এবং কিছু কচি সবুজ ঘাস বাছুরকে সরবরাহ করতে হবে।
৩য় সপ্তাহ-১২ সপ্তাহ (৩ মাস)	৪ লিটার	দৈনিক ০.৫ কেজি দানাদার খাদ্য এবং ১ কেজি হারে উচ্চ মানের কচি নরম সবুজ ঘাস দিতে হবে।
১৩ সপ্তাহ-১৬ সপ্তাহ (৪ মাস)	৩ লিটার	৩ লিটার দৈনিক ০.৭৫ কেজি দানাদার খাদ্য এবং ৩ কেজি সবুজ কাঁচা নরম ঘাস দিতে হবে।
১৭ সপ্তাহ-২০ সপ্তাহ (৫ মাস)	২ লিটার	দৈনিক ১.০.০.৭৫ কেজি দানাদার খাদ্য এবং ৫ কেজি সবুজ কাঁচা নরম ঘাস দিতে হবে।
২১ সপ্তাহ-২৪ সপ্তাহ (৬ মাস)	১ লিটার	দৈনিক ১.০.০.৭৫ কেজি দানাদার খাদ্য এবং ৭ কেজি সবুজ কাঁচা নরম ঘাস দিতে হবে।
৬ মাস পর থেকে বাছুরকে দুধ খাওয়ানোর প্রয়োজন হয় না।		